Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩০ জানুয়ারি, ২০১৭, সোমবার, ১৭ মাঘ, ১৪২৩

পুলিশি বর্বরতায় ক্ষতবিক্ষত আউশগ্রাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি, গুসকরা : পুলিশি বর্বরতায় ক্ষত-বিক্ষত আউশগ্রাম ফুঁসছে। বেপরোয়া লাঠি, বুটের গোড়ালিতে কালসিটে নিয়ে রয়েছেন শিশু-কিশোর ও মহিলারা। পুরুষশূন্য গ্রাম। শাল মহুয়া পলাশ জঙ্গলে ঘেরা শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রাম তৃণমূলী দুঃশাসন, লুঠতরাজে দাবানলের রূপ নিয়েছে।

স্কুলের একটি জায়গাকে ঘিরে তৃণমূলের এক গোষ্ঠী পুলিশের মদতে জবরদখল ও বেআইনি নির্মাণকে ঘিরে শান্ত সরল মানুষগুলি ফুঁসছিলেন ক্ষোভে। আইনের রক্ষক পুলিশ তাকে প্রশমিত না করে নির্বিচারে লাঠি ও বুটের গোড়ালি চালায়। বাদ যায়নি অভিভাবক, মাস্টারমশাই থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরাও। তারা চেয়েছিলেন স্কুলের জায়গায় বে-আইনি নির্মাণ বন্ধ করতে, বদলে পেয়েছিলেন বেধড়ক মার। শুধু তাই নয়, পুলিশি বর্বরতা ছাপিয়ে গিয়েছে সভ্য সমাজের সমস্ত আবরণকে। ঘরে ঢুকে তছনছ করা হয় আসবাব থেকে বাসনকোসন। ক্ষিপ্ত মানুষজন পুনরায় জড়ো হয়েছিলেন প্রতিকারের জন্য পরবর্তী কর্মসূচির জন্য। এর মধ্যে শাসকদলের আর এক গোষ্ঠী এর সুযোগ নিয়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখতে সংঘটিত করে আর এক তাণ্ডব। থানা আক্রমণ থেকে অগ্নি সংযোগ। পুলিশি নির্মমতার উদাহরণ এখন বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে কঠোর হতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বিচারে চলছে ধরপাকড়। নিরীহ মানুষজন যাদের এই ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। গ্রেফতার করা হয়েছে সিপিআই(এম) দলের জোনাল সম্পাদক সুরেন হেমব্রককে। যদিও তিনি এদিন এলাকাতে ছিলেন না। প্রশাসন তার নিরপেক্ষতার মুখোশকে পরিষ্কার রাখতে গ্রেফতার করেছে তৃণমূলের কাউন্সিলার ও গুসকরা পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান চঞ্চল গড়াইকে।

গোটা এলাকা এখন প্রায় জনশূন্য। চলছে পুলিশি টহল। লাঠির ঘায়ের যন্ত্রণা, বুটের গোড়ালির কালসিটে নিয়ে

—এরপর চারের পাতায়

শিল্পনগরী দুর্গাপুরকে শ্মশানে পরিণত হতে দেব না : ঐতিহাসিক সমাবেশে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ জানুয়ারি, দুর্গাপুর : শ্রমিক-কৃষকের দৃঢ় মৈত্রী ও প্রতিরোধের মেলবন্ধনে শিল্প-কৃষি দেশকে বাঁচানোর আহ্বান জানালেন সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে আজ সকালে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার সংলগ্ন পলাশডিহা মাঠে এই আহ্বানে এক ঐতিহাসিক শ্রমিক-কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠকদের নিরন্তর আহ্বান ছাপিয়ে কুল ভাঙ্গা জনস্রোত সমাবেশ স্থল ভাসিয়ে প্লাবিত করে এন.এইচ-২ রাজপথ।

ভারতের কর্মচঞ্চল 'রূঢ়' অঞ্চল নামে পরিচিত শিল্পনগরী দুর্গাপুর হবে শ্মশান! সেই অবস্থার দিকে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা সহ ২২টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে ও প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। অধিকাংশ কারখানাই ধুঁকছে অথবা বন্ধ হওয়ার মুখে। একই অবস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ডিপিএল ও ডিটিপিএস (ডিভিসির অন্তর্গত) এর। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্য বন্ধ হচ্ছে বেসরকারি ছোট-মাঝারি কারখানাগুলি। রাজ্য ও

—এরপর তিনের পাতায়

'মানববন্ধন' কর্মসুচি পালিত বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৬ জানুয়ারি : ভাগাভাগি নয়, ঐক্যের লড়াইয়ে জোট বাঁধার লক্ষ্যে সাধারণতন্ত্র দিবসে রাজ্যের সর্বত্র হাতে হাত ধরে জাতীয় সংহতি, ঐক্য ও সম্প্রীতির শপথ নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে 'মানববন্ধন' কর্মসুচির আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজ্যের ১৭টি বামপন্থী ও সহযোগী রাজনৈতিক দলের পক্ষে বিমান বসু। জানিয়েছিলেন বর্তমান সময়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মানুষের মধ্যে বিভাজন, বিদ্বেষ তৈরি করার ঘৃণ্য চক্রান্ত চালাচ্ছে। সংবিধানে উল্লেখিত দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য রক্ষায় এবং মানুষের অর্জিত অধিকার রক্ষার আন্দোলন আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে গলসী সহ বর্ধমান জেলার সর্বত্র এবং বর্ধমান শহরের বুকে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বিজয়তোরণ সংলগ্ন প্রধান রাজপথ জি টি রোডের দুই পাশে অগণিত সাধারণ মানুষ হাতে হাত ধরে 'মানববন্ধন' কর্মসুচিকে বাস্তবায়িত করার শপথ নিলেন সমবেত স্বরে। 'মানববন্ধন' অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধের বার্তা। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংঘটিত প্রতিরোধ।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের প্রথমে উপস্থিত নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজ্য নেতা অমল হালদার। তিনি বলেন, সাত দশকের স্বাধীনতা এবং ৬৮তম সাধারণতন্ত্র দিবস যখন আমরা পালন করছি তখন সারা দেশে কোটি কোটি মানুষ বিপন্ন জীবনযাপন করছেন। দেশ ও রাজ্যজুড়ে চলা নৈরাজ্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতি রক্ষার সপক্ষে আমাদের আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে শপথ নিতে হচ্ছে। ভাঙড়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে শাসক তৃণমূল দল ও প্রশাসন নির্লজ্জ আচরণ করছে। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর। এরপরে শপথ বাক্য পাঠ করান সি পি আই (এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক।

ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি, বর্ধমান : বর্ধমান ইতিহাস-পুরাতত্ত্বচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং ইস্টার্ন ইন্ডিয়া-র সহযোগিতায়, নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, গুডশেড রোড জাগরী সভাকক্ষে বাংলার লোক সংস্কৃতি বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন কিশোরীরঞ্জন দাস। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক সর্বজিৎ যশ। হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও গবেষক কিশোরীরঞ্জন দাশকে জীবনকৃতী সম্মান এবং বাঁকুড়ার

—এরপর চারের পাতায়

'নভেম্বর বিপ্লব শতবার্ষিকী- এই সময়' আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৭ জানুয়ারি : দুনিয়া জুড়ে নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট যে ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছেছে তা থেকে উদ্ধার পেতে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাকে আত্মস্থ করা ও শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর ব্যাখ্যাগুলিকে চর্চার মধ্যে দিয়ে আমাদের নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটি আয়োজিত 'নভেম্বর বিপ্লব শতবার্ষিকী- এই সময়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বর্ধমান টাউন হলে এই কথাগুলি বলেন আলোচনা সভার প্রধান বক্তা সি পি আই (এম) পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাশিস চক্রবর্তী। উপস্থিত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জি, মহিলা নেত্রী গৌরি ব্যানার্জি প্রমুখ।

ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্প মেলায় কুটির শিল্পের জিনিসগুলি মানুষের মন কাড়ছে

অরুণ মজুমদার : আবহমান কাল থেকে মেলা ভারতকে নানাভাবে চিহ্নিত করেছে। কোন কোন মেলা ১২ বছরে একবার কোনো মেলা ৬ বছরে একবার, ৪ বছর অন্তরও কিছু কিছু মেলা আমাদের ভক্তিরসে আপ্লুত মানুষদের আকৃষ্ট করে। এসব মেলার আবেদন মৃত্যুর পর-সময়ের ভাবনায় মানুষের মনে।

কিন্তু বেঁচেবর্তে থাকার জন্য সারা ভারতের মতো পশ্চিমবঙ্গেও গ্রামেগঞ্জে, শহর এবং খোদ রাজধানী কোলকাতাতেও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন মেলা। বই-মেলাতো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মুখ্য জনপদ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের কালে লাইব্রেরি তথা বইমেলা আন্দোলন সমাজের সামনের সারিতে জায়গা করে নিয়েছিল। যদিও এখন লাইব্রেরিগুলি ধুঁকছে কর্মীর অভাবে। বই অবশ্য কেনা হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতি বৎসরই।

এছাড়াও শীতকাল এলেই শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের মেলা। বর্ধমানে তো বিগত সরকার একটি মাঠকে উন্নত করে নামই দিয়েছিল 'উৎসব ময়দান'। সমস্ত ধরনের মেলা, খেলা এ ময়দানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিগত বছরগুলি থেকে।

গত ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হল ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্প মেলা। উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী

মলয় ঘটক। বক্তব্য রাখেন সভাধিপতি দেবু টুডু, বিডিএ-র চেয়ারম্যান রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মেলা চলবে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এবার বর্ধমান মেলায় মণ্ডপগুলির নামকরণ করা হয়েছে জেলার মুখ্য নদীর নামে। ৭০০ মতো বিভিন্ন ধরনের শিল্পী এবার মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন।

মেলা ঘুরে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকেই শিল্পীরা এসেছেন। এবারই প্রথম এসেছেন দার্জিলিং জেলা থেকে। নগেন ছেত্রী, অনুপমা কানছিরা জানালেন শীতবস্ত্রের

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

৩০ জানুয়ারি, ২০১৭

স্বৈরতান্ত্রিক এই আচরণ বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না

বিরোধী রাজনীতিতে তৃণমূল নাকি আগুন জ্বালানো বা ভাঙচুরের রাজনীতি করেনি। ৩০ অক্টোবর, ২০০৬ রাজ্য বিধানসভায় তাঁর উপস্থিতিতে মূল্যবান আসবার, চেয়ার-টেবিল তাহলে কারা ভাঙচুর করেছিল! ১৬ মার্চ, ২০০৭ ডাকা বনধ-এ কারা তাহলে বাস পুড়িয়েছিল, ভাঙচুর চালিয়েছিল! নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ হবে না- তৎকালীন বামফ্রন্ঠ সরকারের ঘোষণা বহাল থাকা সত্ত্বেও টানা আট মাস ব্রিজ ভেঙ্গে কারা রাস্তা কেটে রেখেছিল? আর ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে রাস্তা কাটা, অবরোধ, আগুন লাগানোর আন্দোলনকে সমর্থন করে ভাষণ দিতে স্বয়ং তিনিই তো গিয়েছিলেন মাওবাদী ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে সভা করতে! আজ একি কথা শুনি! অন্যায় অবিচার যেখানে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায় সেখানেই মানুষের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বিধানসভার আসবারপত্র, টেবিল-চেয়ারগুলো কি দোষ করেছিল! নন্দীগ্রামে অত্যাচার-অবিচারের কী ঘটনা ঘটেছিল! রাজ্যের মানুষ এখন সবই জানতে পারছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই সব পার্ষদরা অনেককেই আজ তাঁর পাশে নেই, অনেকেই তাঁরা এখন শুধু রাজ্য ছেড়ে নয়, দেশ ছেড়ে দেশান্তরি হয়েছেন। তা বলে সি পি আই (এম) কখনও ভাঙচুর, আগুন জ্বালানোর রাজনীতিকে পুঁজি করতে চায়নি। এ পথে মানুষের সমস্যার সমাধান হয় না। মানুষের সঙ্গে আলোচনায় বসে মানুষের সমস্যা মেটাবার জন্য তাই বিরোধী বামফ্রন্টের পরিষদীয় দলের পক্ষে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সম্প্রতি দেখা করে দাবি জানানো হয়েছে।

ভাঙড়ে আজ কৃষক জেগেছে। জমি মাফিয়ারা সেখানে গরিব কৃষকের জমি কেড়ে নিতে চায়। সিন্ডিকেটের নামে জবরদস্তি চলছে, এদের নিয়ন্ত্রণ করছে শাসকদল। গ্রামবাসী তাই প্রতিবাদে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। জুলুমবাজির একই ঘটনা ঘটেছে আমাদের জেলার আউসগ্রামে। মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে পিছু হটেছে পুলিশ ও জমি হাঙরেরা। কৃষি জমির সঙ্গে আউসগ্রামে স্কুলের জমিতেও নজর দিয়েছে তারা। ছাত্র-শিক্ষকরা একযোগে প্রতিরোধে নেমেছেন। পরিবর্তে পুলিশের কাছে তাঁরা অপমানিত হয়েছেন, মার খেয়েছেন। পুলিশ ও শাসকদলের দুষ্কৃতীদের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত আউসগ্রাম। ছাত্র-শিক্ষক, এমনকি শিক্ষিকারাও নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত। গুরুতর আহত ১০জন ছাত্রছাত্রী এবং একজন শিক্ষিকা। ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত সি পি আই (এম) নেতাকে গ্রেপ্তার! এ কোন রাজত্ব চলছে! মা-মাটি-মানুষ-এর নামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সরকার সর্বত্র মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে চাইছে! অশান্তির মূলে শাসকের জমি দখলের আগ্রাসন নীতি। আগুন নয়, ভাঙড় আজ পথ দেখিয়েছে, আলো জ্বালিয়েছে। একদা বিরোধী নেত্রী এখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের ছোঁড়া ইট এখন পাটকেল হয়ে ফিরে আসতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ দেওয়ালের লিখন পড়তে শিখুন! রাজ্যের সর্বত্র ফুঁসছেন অত্যাচারিত মানুষ। স্বৈরতান্ত্রিক এই আচরণ বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না।

ট্রাক্টর উল্টে চালকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ জানুয়ারি : মাটি বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হল চালকের। মৃত ভুবন ভূমিজের (৩৬) বাড়ি হুগলির বলাগড় থানার বাধাগাছী গ্রামে। কালনা ২নং ব্লকের পূর্ব সাতগাছিয়ায় ভাগারথী চর মাটি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। মাটি বহনের একটি ট্রাক্টর চালাতো ভুবন। ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে ফেরার পথে সেটি উল্টে যায়। ভুবন সম্পূর্ণ ইঞ্জিনের তলায় পড়ে। তাকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তারবাবু মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই এলাকায় মানুষের মধ্যে মাটি কাটা নিয়ে ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সাধারণ মানুষ মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে দেয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে অন্যতম কে ছিলেন?
২. প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা সহ ১০৬ জন যাত্রীর কবে কিভাবে মৃত্যু হয়? কোথায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল?
৩. মাদার টেরেসাকে কবে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল?
৪. কমিউনিস্ট নেতা সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে হয়েছিল?
৫. আমাশয় রোগের জীবাণু 'শিগোলা' আবিষ্কারক কে ছিলেন? তাঁর কবে কোথায় মৃত্যু হয়? জন্ম কবে হয়েছিল?
৬. জাতীয় ভোটদাতা দিবস কবে পালিত হয়? কোন সাল থেকে এই দিবস পালন শুরু হয়?
৭. বসন্ত রোগের টীকা আবিষ্কারক কে ছিলেন? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
৮. ভারত একটি প্রজাতন্ত্র দেশ, কবে কে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন? এদিন কে প্রথম ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন?
৯. স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কমিউনিস্ট নেতা বিজয় পাল কবে প্রয়াত হন?
১০. 'স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম'-কে প্রতিষ্ঠা করেন? কবে তাঁর জন্ম?
১১. পৃথিবীর প্রথম মহিলা মহাকাশচারী কে ছিলেন? তিনি কবে কলকাতায় আসেন?
১২. প্রতি ঘন্টায় ৩৬০০ বার বজ্রপাত কোথায় কবে হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

২০১৬ সালের সালতামামি

— পূর্ব প্রকাশিতের পর

নভেম্বর-২০১৬

নভেঃ ১. কানাডা সরকার বছরে তিন লাখ অধিবাসী ও শরণার্থী নেওয়ার কথা ঘোষণা করে।
নভেঃ ১. বিশিষ্ট রবীন্দ্র-অনুরাগী ও বাংলাভাষা প্রেমী ফাদার পল দ্যতিয়েন (৯২) প্রয়াত হন।
নভেঃ ২. ইউনেস্কো সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে প্রতি সাড়ে চার দিনে একজন সাংবাদিক মারা যায়।
নভেঃ ৩. ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) বর্তমানে ব্যবহৃত টেলিস্কোপের থেকে ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী টেলিস্কোপ বানিয়ে ফেলে।
নভেঃ ৬. কমনওয়েল্‌থ কুস্তি থেকে ভারত ৮টি সোনার পদক এবং ৮টি রুপোর পদক পায়।
নভেঃ ৭. নাসার প্রাক্তন বিজ্ঞানী কানুভাই গান্ধী (৮৭) প্রয়াত হন।
নভেঃ ৮. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাত্রি ৮টায় ঘোষণা করেন ৫০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার যাবতীয় নোট বাতিল করা হলো।
নভেঃ ৯. আমেরিকায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারী দিয়েন রধাম ক্লিন্টনকে হারিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন ৭০ বছর বয়সী রিপাব্লিকান প্রার্থী ডোনাল্ড জন ট্রাম্প।
নভেঃ১১. কেন্দ্রীয় সরকার প্যারাসিটামল, ডায়াবেটিসের ঔষধ সহ ৩৬টি ওষধের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয়।
নভেঃ১১. কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী, কবি লিওনার্ড নরম্যান কোহেন (৮২) প্রয়াত হন। জন্ম ২১.০৯.১৯৩৪।
নভেঃ১১. কলকাতা থেকে ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে।
নভেঃ১২. ঢাকা থেকে কলকাতা মৈত্রী ঢাকা থেকে কলকাতা যাত্রা শুরু করে।
নভেঃ১৩. নিউজিল্যান্ডের সাউথ আইল্যান্ডের ৯১ কিমি দূরে ভূমিকম্প হয় (রি. স্কেল ৭.৮) সুনামী আছড়ে পড়ে।
নভেঃ১৪. মিশরে ২৫০০ বছরের একটি মমি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হয়।
নভেঃ১৫. রাশিয়ার অর্থমন্ত্রী অ্যালেক্সি উলয়ুকাইয়েভকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করা হয়।
নভেঃ১৮. ২২তম আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন মারাকাশে শেষ হয়। শুরু হয়েছিল ৭ নভেম্বর। উষ্ণায়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।
নভেঃ১৮. কবি আলোক সরকার কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন।
নভেঃ২০. এভারেস্ট জয়ী পর্বতারোহী প্রদীপ সাহু (৪৯) মারা যান।
নভেঃ২০. বিশ্বর প্রথম হিজাব পরিহিতা পাইলট হন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত শাহনাজ লাঘারি।
নভেঃ২০. নাশা আধুনিকতম আবহাওয়া উপগ্রহ 'নেক্সট জেন' মহাকাশে পাঠায়।
নভেঃ২০. উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছে ইন্দোর-পাটনা এক্সপ্রেসের ১৪টি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে ১৪৬ জনের মৃত্যু ঘটে। আহত ১৫০ জন।
নভেঃ২১. জাপানের ফুজিতে ভূমিকম্প (রি. স্কেল ৬.৪) হয়।
নভেঃ২২. কর্ণাটক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম নক্ষত্র ড. মঙ্গলম পাল্লি বালমুরলী কৃষ্ণ (৮৬) প্রয়াত হন।
নভেঃ২৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক জর্জইয়ো।
নভেঃ২৫. কিউবার কিংবদন্তি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী নেতা ও সেই দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফিদেল আলেজান্দ্রো কাস্ত্রো রুজ (৯০) প্রয়াত হন।
নভেঃ২৬. ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলের হাইফাতে এক জঙ্গলে দাবানল ছড়িয়ে পড়লে ৮০ হাজার মানুষ ঘর ছাড়া হন।
নভেঃ২৯. ব্রাজিলের সেপকোয়েন্স ফুটবল দল কোপা সুদামেরিকানা কাপের ফাইনালে খেলার জন্য বিমানে যাওয়ার পথে ধ্বংস হয়ে যায়। ৭৬ জন যাত্রীই নিহত হন।
নভেঃ৩০. সব সিনেমাহলে জাতীয় সঙ্গীত বাজাতে হবে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়।

ডিসেম্বর-২০১৬

ডিসেঃ ১. দেশের টাকা সমস্যায় রাজ্যের বৃহত্তম বিড়ি কারখানা 'পতাকা বিড়ি' বন্ধ হয়ে যায়।
ডিসেঃ ২. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কেরল শাখা সিদ্ধান্ত নেয় বাতিল নোটকে কাগজের মণ্ড করে প্যাকিং বাক্স তৈরি করা হবে।
ডিসেঃ ৩. আগামী ২০১৮ সালের ২৬ জানুয়ারি চাঁদে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ডিসেঃ ৩. ভারতের কিংবদন্তি প্রাক্তন ওলিম্পিয়ান ফুটবলার সৈয়দ আবদুস সালাম (৭৭) প্রয়াত হন।
ডিসেঃ ৪. সৌদি আরবে এই প্রথম তাদের সংসদে ২৯জন মহিলাকে সাংসদ হিসাবে মনোনীত করা হয়।
ডিসেঃ ৪. বিশিষ্ট অধ্যাপক ও লেখক অরুণকুমার বসু প্রয়াত হন। এইদিন চিনের কয়লা খনিতে দুর্ঘটনায় ৩২ জন শ্রমিক মারা যায়।
ডিসেঃ ৪. সারা ভারত কৃষকসভার বর্ধমান জেলার ৩৯তম জেলা সম্মেলন কাটোয়ায় শেষ হয়, সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে উদয় সরকার ও সৈয়দ হোসেন। সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের জেলা সভাপতি ও সম্পাদক হন বীরেশ মণ্ডল ও গণেশ চৌধুরী।
ডিসেঃ ৫. তামিলনাড়ুর ৫ বারের মুখ্যমন্ত্রী, জয়রাম জয়ললিতা (৬৮) প্রয়াত হন। জন্ম ২৪.২.১৯৪৮।
ডিসেঃ ৫. ১০৭ বছর পর টালা জলাধার-এর সংস্কারের কাজ শুরু হয়।
ডিসেঃ ৫. গণভোটে হেরে গিয়ে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মাত্তেও রেনজি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন।
ডিসেঃ ৭. সাংবাদিক, থিয়েটার ব্যক্তিত্ব চো রামস্বামী (৮২) প্রয়াত হন।
ডিসেঃ ৮. ইন্দোনেশিয়ার অচেন প্রদেশে ভূমিকম্পে শতাধিক মানুষের মৃত্যু এবং ছয় শতাধিক গুরুতর জখম হন।
ডিসেঃ ৯. জাল নোট ঠেকাতে এবার প্লাস্টিকের নোট ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।
ডিসেঃ ৯. মার্কিন প্রথম নভোশ্চর জন হারস্কেল গ্লেন (৯৫) প্রয়াত হন।
ডিসেঃ১১. তুরস্কের ইস্তানবুলে ফুটবল স্টেডিয়ামের বাইরে জোড়া বিস্ফোরণে ৩৮ জনের মৃত্যু এবং ২০০ জনে আহত হন।
ডিসেঃ১২. টাটা ইন্ডাস্ট্রিট-এর অধিকর্তার পদ থেকে সাইরাস মিস্ত্রিকে সারিয়ে দেওয়া হয়।
ডিসেঃ১৩. থাইল্যান্ডের রাজা মহা বিজিরালঙ্কর্ণ সিংহাসনে বসেই একলাখ কয়েদিকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দেন।
ডিসেঃ১৪. সুইৎজারল্যান্ডে বিশ্বের দীর্ঘতম রেল টানেল-এর মধ্য দিয়ে রেল পরিষেবা শুরু করে।
ডিসেঃ১৪. গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের কাছে মাটি খুঁড়ে ২৫০০ বছরের এক পুরানো শহর আবিষ্কৃত হয়।
ডিসেঃ১৪. সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ১১তম সর্বভারতীয় সম্মেলন শেষ হয় ভোপালে। সম্মেলন থেকে সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা হন যথাক্রমে মালিনী ভট্টাচার্য এবং মারিয়াম ধাওয়ালে।
ডিসেঃ১৬. পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২১টি দপ্তরকে জুড়ে ১০ দপ্তর বানায়।
ডিসেঃ১৮. যুব হকিতে বিশ্ব সেরা ভারতীয় হকি দল। বেলজিয়ামকে হারায় ২-১ গোলে।
ডিসেঃ১৯. জার্মানির বার্লিনে এক বাজারে একটি স্ক্যানিয়া ট্রাক হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে ১২ জনকে পিষে মারে। আহত হয় শতাধিক।
ডিসেঃ২০. আন্তর্জাতিক সংস্থার ৭০তম বার্ষিকীতে প্রথম ভারতীয় হিসাবে আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থার সেরা বক্সার-এর সম্মান পান বিকাশ কৃষ্ণণ।
ডিসেঃ২৩. এবছর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ।
ডিসেঃ২৫. বড়দিনে আলেপ্পোর বিজয় উৎসবে যাওয়ার পথে এক রুশ যুদ্ধ বিমান কৃষ্ণসাগরে ভেঙে পড়লে লালফৌজ স্কয়্যারের ৬৫ জন নিহত হন।
ডিসেঃ২৭. তুরস্কের পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর থেকে সেন্ট্রাল আনাতোলিয়া পর্যন্ত সুড়ঙ্গ পথের (৫ হাজার ৪০০ মিটার) উদ্বোধন হয়।
ডিসেঃ২৮. হাওয়াই দ্বীপের কাছে পার্ল হারবারের নৌঘাটিতে গিয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে দুঃখপ্রকাশ করেন। উল্লেখ থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এইখানে জাপান বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রায় ২৫০০ আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়েছিল।
ডিসেঃ৩০. রাজমহলের লালমাটিয়ার কয়লাখনিতে ধস চাপা পড়ে ১৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। কত শ্রমিক ভিতরে আটকে জানা যায়নি।
ডিসেঃ৩০. রোজভ্যালি চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা অভিনেতা তাপস পাল।

(সমাপ্ত)

সংকলন : কাজি আব্দুল করিম

দাদা ও ভাইপোদের হাতে গেল প্রাণ আর ছেলের গেল কান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ২৪ জানুয়ারি শরিকী বিবাদে দাদা ও ভাইপোদের হাতে এক ব্যক্তির প্রাণ গেল আর ছেলের গেল কান। ঘটনাটি ঘটেছে হাতীপোঁতা গ্রামে। এই গ্রামের মোকছেদ সেখ ও কিবরিয়া শেখের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের। বাড়ির মধ্যে খাদ কাটাকে কেন্দ্র করে দুই ভাই-এর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। মোকছেদ তিন জোয়ান ছেলে সহ লোহার রড, হাতুড়ি নিয়ে কিবরিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবাকে বাঁচাতে বিএসএফ-এ চাকুরিরত কিবরিয়ার বড় ছেলে মফিজুর ছুটে আসে। তাঁর কান ও হাতের আঙুল কামড়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পিতা-পুত্র দুজনকেই কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিবরিয়া শেখের অবস্থার অবনতি হলে রাতে কোলকাতার পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয়। অভিযুক্তরা সবাই পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বিবিধ

কঠিন বর্জ্যপদার্থ ব্যবস্থাপনা নীতি

সরিৎকুমার সাধু

নির্মল পরিবেশে জীবনযাপন প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের যেমন কর্তব্য তেমনই নাগরিকেরও দায়িত্ব পরিবেশ দূষণ-মুক্ত রাখার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অন্যতম কারণ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ। গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পথ-বিক্রেতা, মেলা, খেলা, তীর্থস্থান ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য পদার্থ পরিভাষায় সলিড ওয়েস্ট স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রধান অন্তরায়।

১৯৭২ সালের পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে ভারতের সংবিধান সংশোধনের পর পরিবেশ দূষণহীন করা রাষ্ট্রের প্রতি সাংবিধানিক আদেশ। এই আদেশ কার্যকরী করার একমাত্র উপায় যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সুনিশ্চিত করা। সাংবিধানিক ব্যবস্থায় নাগরিকেরও মৌলিক কর্তব্য পরিবেশের উৎকর্ষ বজায় রাখা।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সুরক্ষা) আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার জন্য যে নীতিসমূহ প্রণয়ন করেছে তার নাম কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী। ২০১৬ সালের ৮ এপ্রিল দি গেজেট অফ ইন্ডিয়ায় প্রকাশের মাধ্যমে এই নিয়মাবলী বা নীতিসমূহ কার্যকরী হয়েছে। এই নিয়মাবলী চালু হবার দিন থেকে ২০০০ সালের পৌর কঠিন বর্জ্য পদার্থ (ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন) নীতিসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০১৬ সালের কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা নীতিসমূহের (Solid Westes Management Rules, 2016) উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রয়োগের দিক থেকে এর ব্যাপকতা। এই নিয়মসমূহ পৌর স্থানীয় সংস্থা ছাড়াও আরোপিত হবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উপশহর (outgrowth in urban agglomerations) সেনসাস্ শহর, বিজ্ঞাপিত অঞ্চল (notified area), বিজ্ঞাপিত শিল্পশহর, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, তীর্থস্থান, সময়ে সময়ে রাজ্য সরকারের দ্বারা বিজ্ঞাপিত ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভারতীয় রেলের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল, বিমান বন্দর, বন্দর, সেনা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এছাড়াও গৃহস্থালী, প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ও আবাসস্থল নয় এমন বর্জ্য সৃষ্টিকারী সংস্থার ক্ষেত্রেও এই নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

পরিবেশ (সুরক্ষা) আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য সুরক্ষিত পরিবেশের ব্যবস্থা ও তার উন্নতি। কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ এই উদ্দেশ্য পালনের অন্যতম পথিকৃৎ। নীতিসমূহের সংজ্ঞানুসারে কঠিন বর্জ্য পদার্থের এই গৃহস্থালির আবর্জনা, স্যানিটারী বর্জ্য বস্তুসমূহ যথা ব্যবহৃত ডায়াপার, স্যানিটারী ন্যাপকিন, কনডোম বা একই ধরনের বস্তু, বাণিজ্যিক বর্জ্য পদার্থ, প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থ, ক্যাটারিং ও বাজারের বর্জ্য, রাস্তা ঝাঁট দেওয়া আবর্জনা, খোলা নর্দমা থেকে অপসারিত পাঁক, কৃষিজ ও ফুল চাষের বর্জ্য, পশুপালনের বর্জ্য এবং গৃহস্থালী ছাড়াও অন্যান্য আবর্জনা।

বর্জ্য পদার্থের পৃথকীকরণ, মজুতকরণ, সংগ্রহ, বহন এবং নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিনষ্ট করা বা পুনর্বার ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ব্যবস্থাই ব্যবস্থাপনা। নিয়মসমূহ অনুযায়ী ব্যবস্থানার পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান, উপদেশ, নীতিপ্রণয়ন, নীতিপ্রয়োগ, মূল্যায়ণ ও পুনর্মূল্যায়ণ, আবর্জনা সংগ্রহের পদ্ধতি, দূষণহীন ভাবে নিষ্পত্তিকরণের স্থান নির্ধারণ, বিনষ্ট করা এবং পুনর্ব্যবহার করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বন, পরিবেশও জলবায়ু মন্ত্রক, নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, রাসায়নিক ও জৈব সারমন্ত্রক, কৃষি মন্ত্রক, শক্তি মন্ত্রক নতুন ও নবীকরণযুক্ত শক্তিমন্ত্রক, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নগরোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব, জেলাশাসক, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, সেনসাস ও বর্ধমান উপশহরের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত বা স্থানীয় সংস্থাসমূহের উপর। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ নিজের অধিকার ক্ষেত্রের অন্তর্গত স্থানীয় সংস্থাকে নিয়মসমূহ প্রয়োগের নির্দেশ প্রদানের অধিকারী। নিয়মসমূহের নিরিখে স্থানীয় সংস্থা বলতে বোঝায় মিউনিসিপ্যাল করর্পোরেশন, নগর নিগম, মিউনিসিপ্যাল টাউনশিপ্, নগরপালিকা, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, নগর পঞ্চায়েত, শহর পঞ্চায়েত, সেনসাস্ টাউন, নোটিফায়েড এরিয়া, ইনডাসট্রিয়াল টাউনশিপ।

নিয়মাবলী অনুসারে স্থানীয় সংস্থার প্রধান কাজ বর্জ্য সৃষ্টিকারীর কাছ থেকে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সংগ্রহকারীর মাধ্যমে বাড়ি থেকে বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বর্জ্যপদার্থ বিনষ্ট করা। বর্জ্য সংগ্রহের পূর্বে গৃহস্থালির আবর্জনার পৃথকীকরণ ও পৃথক পৃথক পাত্রে মজুতকরণ সুনিশ্চিত করতে হবে। গৃহস্থালির আবর্জনা তিনটি ভাগে যথা পচনশীল, অপচনশীল এবং ক্ষতিকারক আবর্জনায় ভাগ করে তিনটি পৃথক পাত্রে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং একই ভাবে পৃথক পৃথক পাত্রে সংগ্রহ করে পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্যানিটারী বর্জ্যগুলি উৎপাদক প্রদত্ত মোড়কের দ্বারা মোড়কজাত করে অপচনশীল পাত্রে রাখা সুনিশ্চিত করতে হবে। বাগান বা ফুলচাষের বর্জ্যপদার্থগুলি স্থানীয় সংস্থার নির্দেশমতো অপসারিত করার দায়িত্ব বর্জ্যসৃষ্টিকারীর।

পথ-বিক্রেতা অর্থাৎ যিনি পথের পাশে, ফুটপাথে, নির্মীয়মান বাড়িতে, জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট পার্কে বা ভ্রাম্যমান গাড়িতে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী বা খাবার বিক্রি করেন তিনি বিক্রয়জনিত বর্জ্য পদার্থগুলি নির্দিষ্ট পাত্রে মজুত করে স্থানীয় সংস্থার দ্বারা চিহ্নিত নির্দিষ্ট স্থানে জমা করবেন অথবা বর্জ্য পরিবহনের গাড়িতে ফেলবেন।

কোনো অবস্থাতেই বর্জ্যসৃষ্টিকারী বর্জ্য পদার্থগুলি রাস্তা বা খোলা জায়গায় ফেলতে পারবেন না বা পোড়াতে পারবেন না। অনুমতিহীন জায়গায় ১০০-র অধিক লোকসমাবেশের জন্য কমপক্ষে তিনদিন আগে স্থানীয় সংস্থাকে জানিয়ে সমাবেশের কারণে সৃষ্ট আবর্জনা পৃথকীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থার প্রাধিকার প্রাপ্ত বর্জ্য সংগ্রহকারীর কাছে দিতে হবে।

আবাসন কল্যাণ সমিতি, বাজার সমিতি, ৫০০০ বর্গমিটারের বেশি জায়গায় অবস্থিত দ্বায়বদ্ধ সমাজ (Gated Communities) বা প্রাতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে অংশীদারির ভিত্তিতে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা, পৃথক করা এবং পচনশীল বর্জ্যগুলি নিজেদের জায়গায় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নিঃশেষিত করা। অন্যান্য বর্জ্য পদার্থগুলি এবং যেগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিনাশ সম্ভব নয় সেগুলি স্থানীয় সংস্থার প্রাধিকারপ্রাপ্ত বর্জ্য সংগ্রহকারীকে অর্পণ।

এখানে উল্লেখযোগ্য শিল্প সংক্রান্ত বর্জ্য, ক্ষতিকারক বর্জ্য, ক্ষতিকারক রাসায়নিক, চিকিৎসাজনিত বর্জ্য, বৈদ্যুতিন বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, গৃহনির্মাণ ও ধ্বংস সংক্রান্ত বর্জ্যগুলির জন্য পৃথক পৃথক নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

কোনো আইন বা নিয়ম অজ্ঞতার কারণে নিরর্থক হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ মানুষই পরিবেশ সংক্রান্ত আইনগুলি সম্পর্কে অবহিত নন কিন্তু সুষ্ঠুভাবে বাঁচার তাগিদে প্রণীত আইনগুলি মেনে চলা আবশ্যিক। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাগুলির উচিত মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মগুলির যথাযথ প্রয়োগ। অন্যথায় এগুলি ছাপা অক্ষরের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের কাছে পরিচ্ছন্নতার বার্তা পৌঁছে দিতে অক্ষম।

সূত্র : Solid Waste Management Rules, 2016 Published in The Gazette of India, Extraordinary, Part-II, New Delhi, Friday, April, 8, 2016

২৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিবস

কাজী আবদুল করিম

১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এদিন প্রথম জেমস্ অগাস্টাস্ হিকির সম্পাদনায় 'বেঙ্গল গেজেটে' নামি প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ভারত সরকার এই দিনটিকে স্মরণে রাখার জন্য ২৯ জানুয়ারি 'ভারতীয় সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে পালনের আহ্বান জানায়।

১৮১৮ সালের ২৩ মে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'সমাচার দর্পণ' শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশ করেছিলেন বর্ধমান জেলার বহড়া গ্রামের সুসন্তান শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। সম্পাদক ছিলেন জেমস্ ক্লার্ক মার্সম্যান। পরে শ্রী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর প্রেসটি বহড়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৮৭৮ সালের ১৩ মার্চ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য 'প্রেস অ্যাক্ট' চালু করে ইংরেজ সরকার। তারপর তৈরি হয় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া। ১৯৪৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার কাছ থেকে দায়িত্বভার নেন 'প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া'। ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে গঠিত হয় 'প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া'। সংবাদ মাধ্যমগুলির নীতি নির্ধারণের জন্য গঠিত হয় প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া। এই প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া সংবাদিকতার ক্ষেত্রে মোট ৬৫টি নীতি স্থির করে দেয়। তার মধ্যে ৬টি মূল নীতিকে বিশ্ব সাংবাদিক ও গণমাধ্যমগুলি মেনে নেয়। তা হল— (১) আত্মনির্ভর হওয়া, (২)পক্ষপাতিত্ব হীন হওয়া, (৩) নির্ভুল হওয়া, (৪) সততা মেনে চলা, (৫) শালীনতা বজায় রাখা এবং (৬) সামাজিক দায়বদ্ধতা মেনে চলা।

এই ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া কয়েকটি নির্ধারিত নিয়মাবলীর কথা বলেছেন, তাহল— আদর্শ ও নীতি, যথার্থ ও সত্যতা, মানহানিকর লেখার বিষয়ে সতর্কতা, পদস্থ সরকারি ব্যক্তিদের কার্যাবলী ও আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে সংবাদপত্রের অধিকার সীমা, গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, সাক্ষাৎকার এবং দূরভাষ্যের কথোপকথন নথিভুক্তকরণ, ধারণা মন্তব্য এবং প্রকৃত ঘটনা। অপরাধী সন্দেহে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ পরিহার্য, সংশোধন, উত্তরদানের অধিকার, অশ্লীলতা এবং অমার্জিত ভাষা পরিহার্য, হিংসাকে বড় করে না দেখানো, সামাজিক অনাচারগুলিতে মহিমান্বিত করে না তুলে ধরা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ/সংঘর্ষ-সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন, উত্তেজক/প্ররোচনামূলক শিরোনাম পরিহার্য, মুদ্রিত বিষয়ের সঙ্গে শিরোনামের সাযুজ্য বজায় রাখা, জাতি, ধর্ম অথবা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করার বিষয়ে সতর্ক থাকা, মাহামারী ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিবেদন রাখার সঙ্গে তথ্য ও সূত্র পর্যালোচনা করা, জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া, সংবাদপত্র কূটনৈতিক ছাড়ের অপব্যবহারকে উন্মোচিত করা, অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা, আদর্শ ও এক্তিয়ার, গোপনীয়তার মর্যাদা রক্ষা করা, বিচার বিভাগীয় কাজকর্মের সমালোচনার ক্ষেত্রে সতর্কতা, সংবাদপত্রের স্থূল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে চলা।

১৭৮৭ সালে ব্রিটেনের 'হাউস অব কমন্স'-এ ভাষণ দেওয়ার সময় প্রখ্যাত সাংসদ (পার্লামেন্টারিয়ান) এডমুন্ড বার্ক সাংবাদিকদের বসার গ্যালারির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, ''ওইখানে বসে আছেন গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ।'' সেই থেকে সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ।

আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে আইনসভা, বিচার ব্যবস্থা, ও প্রশাসন এই তিনটি স্তম্ভের ওপরে। কিন্তু এখানেও অলিখিতভাবে সংবাদ মাধ্যমকে চতুর্থ স্তম্ভের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ সংবাদমাধ্যমের প্রতি মানুষের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের উপর ভর করে সংবাদমাধ্যম নিরপেক্ষভাবে সমাজের ওপরে নজরদারি করে।

আজ এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে যখন গোটা ভারত জুড়ে পরিচিতি সত্তার বিপদকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, গুজব ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, তখন এই সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবসে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার দিক এবং সততার দিকটাকে সজাগ ভাবে দেখা দরকার।

বিড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ জানুয়ারি : কালনা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নাদনঘাটে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে ছশো জন বিড়ি শ্রমিকের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানীয়া শিবিরের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী ১নং বিডিও পুষ্পেন চট্টোপাধ্যায়। শিবির থেকেই দুই শতাধিক বিড়ি শ্রমিককে ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়।

দুর্গাপুরকে শ্মশানে পরিণত হতে দেব না

—প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গাপুরের প্রাণভোমরা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিকে হয় বিক্রি নয় শুকিয়ে মারার নীতি নিয়েছে। বিগত বাজপেয়ী সরকারের সময় ভারতের অন্যতম সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং রাষ্ট্রায়ত্ত এম.এ.এম.সি. কারখানা বন্ধ করার মধ্য দিয়ে দুর্গাপুরে কারখানা বন্ধ হওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তখন ছিলেন সেই সরকারের অন্যতম মন্ত্রী। বর্তমানে রাজ্য সরকার দুর্গাপুর কেমিক্যালস এর ১০০ শতাংশ বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আসানসোলের হিন্দুস্থান কেবলস কারখানা পুরোপুরি বন্ধ করা ও দুর্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইলের আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষ ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টকে নিলামে বেসরকারি হাতে বিক্রি করবে বলে জানিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত জানার সাথে সাথে দুর্গাপুর ইস্পাত শ্রমিক ও হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সর্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলছে। আন্দোলনের স্রোতে যুক্ত হয়েছেন সাধারণ মানুষ। আধুনিকীকরণ-সম্প্রসারণের জন্য সেইলের ৭০,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের মধ্যে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ১২,০০০ কোটি টাকা। এর ফলে সেইলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ইন্ডিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্টে পরিণত হবে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। মিশ্র ইস্পাত কারখানা বিক্রি হলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। মিশ্র ইস্পাত ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কেবল দুর্গাপুরের নয়, জেলা ও রাজ্যের অন্যতম অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্য সরকার ও শাসক তৃণমূল দল মিশ্র ইস্পাত ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বাঁচানোর জন্য কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। অন্যদিকে ডিভিসির অবহেলায় জলের অভাবে শুকিয়ে যেতে বসেছে দুর্গাপুর। কিন্তু সে ব্যাপারেও রাজ্য সরকারের হুঁশ নেই। বাংলার শস্যাগার নামে পরিচিত বর্ধমান এখন কৃষক-ক্ষেতমজুরের লাশ ঘর। ফসলের দাম নেই, রেগার কাজ নেই।

মোদি-মমতার জমানায় শতাধিক কৃষক-ক্ষেতমজুর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। রমরমা জমি মাফিয়াদের। বর্গী আক্রমণ ছাড়া সমৃদ্ধ বর্ধমান জেলার ইতিহাসে এরকম কালো দিন এর আগে আসেনি, সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এমন আক্রমণও হয়নি। তাই শিল্প-কৃষি-দেশ বাঁচানোর জন্য তীব্রতম প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, অঞ্জু কর, অমল হালদার, জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, সন্তোষ দেবরায়, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী ও আভাস রায়চৌধুরী প্রমুখ। সবশেষ খবর এই সমাবেশ ও মিছিলের আকার দেখে শাসক দল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ২০০০ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে এবং ইতিমধ্যে দুর্গাপুর থেকে ৫ জনকে আটকও করা হয়েছে।

বিজ্ঞানমঞ্চের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বর্ধমান জেলা ও বর্ধমান শহর বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরিচালনায় গত ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি সি.এম.এস হাই স্কুল, বি সি রোড এবং শিবকুমার হরিজন হাই স্কুলে বিজ্ঞান সম্পর্কিত ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলির মধ্যে ছিল বসে আঁকো, বিজ্ঞানের খবর পাঠ, পাওয়ার পয়েন্ট বক্তৃতা, বিজ্ঞান ক্যুইজ, গণিত অভীক্ষা, প্রবন্ধ রচনা, শ্লোগান সহ পোস্টার অঙ্কন, বিতর্ক ও মডেল তৈরি। এই বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি প্রতিযোগিতা যেমন ক্লাস ফাইভ-সিক্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উঁচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী ও সাধারণ মানুষের জন্য কয়েকটি বিষয়ও ছিল। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ছিল।

স্বাধীনতার ৭০তম বর্ষে সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের তত্ত্বধানে 'সবার দেশ আমাদের দেশ' এই আহ্বানকে সামনে রেখে ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৩০ বছর। ২০১৬-১৭ বর্ষব্যাপী সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিভিন্ন জেলার অধীনে বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিতেও প্রবল উৎসাহের সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাগুলিতেও প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। এই অনুষ্ঠানগুলিতে স্কুল কলেজের বিজ্ঞানকর্মী ছাড়া সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। জেলা ও রাজ্যের বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে শিশুবিজ্ঞান উৎসব একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় কারণ জেলা ও রাজ্যে অনুষ্ঠিত শিশুবিজ্ঞান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছোট-বড় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা রাতে সাধারণ মানুষের বাড়িতে থাকে। এর ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী জীবনে যে বাড়িতে থাকে তাদের সাথে গভীর সখ্যতা তৈরি হয়। বর্ধমান জেলার শিশুবিজ্ঞান উৎসব রানিগঞ্জে আগামী ৪-৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের শিশুবিজ্ঞান প্রবল উৎসাহের সাথে ২২-২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মালদহের বামনগোলা থানার পাকুয়াহাটে এ.এন.এস. হাই স্কুলে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ১৯৫ জন ছাত্রছাত্রী এই উৎসবে অংশ নেয়। এই ছাত্র-ছাত্রীরা গত ২২-২৪ জানুয়ারি তিন রাত্রি পাকুয়া হাটের অধিবাসীদের বাড়িতে ২/৩ জন করে ছিল।

শহর বিজ্ঞান কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রথিতযশা চিকিৎসক তুষার বটব্যাল। অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন সম্পাদক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, হরিজন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসিত সাধু এবং লাকুর্ডি বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত ও অন্যান্য অনেক প্রবীণ ও নবীন কর্মীবৃন্দ। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সংগঠনের জেলা সম্পাদক চন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ভূমিকা।

কবি মধুসূদন দত্তের জন্মদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারি : উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল কালজয়ী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র ১৯৪ তম জন্ম দিবস। এদিন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রানিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে রানিগঞ্জের রামবাগানে অবস্থিত কবির মর্মর মূর্তির পাদদেশে কবিকে স্মরণ করে উপস্থিত হন শহরের সর্বস্তরের মানুষ। কবির মূর্তিতে মালা ও পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের জেলা ও আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক অনুপ মিত্র, আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, ড. সজল চট্টোপাধ্যায়, সুনীল খাণ্ডেলওয়াল প্রমুখ।

পুলিশি বর্বরতায় ক্ষতবিক্ষত আউশগ্রাম

—প্রথম পাতার পর

কাতরাচ্ছেন গ্রামের মা-বোনেরা, তাদের মনে ধিক-ধিক করে ফুঁসছে প্রতিবাদের আগুন।

ঘটনার শুরু স্কুলের ছাত্রীদের বাথরুম সংলগ্ন জায়গায় থানার আইসির গোপন আঁতাতে ও মদতে বাড়ি তোলা শুরু করেছিল থানার সিভিক পুলিশ। প্রতিবাদ করেন আউসগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ পড়ুয়ারা। শুক্রবার পরিচালন সমিতির সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে তারা নিকটেই পুলিশ থানায় ডেপুটেশন দিতে যান। সেখানে অফিসার তাদের অভব্য আচরণ করাই নয়, লাঠির বাড়ি মারতে মারতে থানা থেকে তাদের বের করে দেন, সভাপতি এবং শিক্ষক অরবিন্দ ব্যানার্জী, বাণী সামন্তকে ভীষণভাবে প্রহার করায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। থানার মধ্যে আটক রাখা হয় সভাপতি ও শিক্ষক অরবিন্দ ব্যানার্জীকে। অভিভাবকদের মধ্যে পুলিশের এই বেধড়ক আক্রমণের কথা ছড়িয়ে পড়ে স্কুল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে।

অভিভাবকরা জড়ো হয়ে গুসকরা-আলমবাজার রাস্তার শোনাডাঙ্গার মোড়ে রাস্তা আটকে অবরোধ সৃষ্টি করেন। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার সেখানেও লাঠি নিয়ে অবরোধকারীদের উপর মারধর শুরু করলে অভিভাবকেরা ক্ষেপে ওঠেন। তাড়া করেন পুলিশ ও সিভিক পুলিশদের। ভয়ে পুলিশ জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এই খবরে বিশাল পুলিশ বাহিনী চলে আসে বর্ধমান থেকে। ডিএসপি এসে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে সরিয়ে নেওয়া, পুলিশের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বেআইনি দোকানঘর ভেঙে ফেলা ইত্যাদি সব দাবি মেনে নিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এই অবধি পরিস্থিতি ঠিকই ছিল।

কিন্তু পরের দিন শনিবার স্কুলে অভিভাবকদের জড়ো করে মিটিং ডাকা হয়। সেখান থেকে উত্তেজিত জনতা থানার উপর হামলা করে। ভাঙচুর, খড়ের চাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইঁট-পাথর দিয়ে গাড়ি, মোটরবাইক ভেঙে দেওয়া হয়। ভয়ে ও জনরোষ দেখে ডিউটিরত পুলিশরা পালিয়ে যায়। গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। এরপরই শুরু হয় ঊর্ধ্বতন পুলিশ মহলের ছোটাছুটি। র‍্যাফ ও পুলিশের তাণ্ডব শুরু হয় গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর। গরিব-সাধারণ মানুষদের ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়— স্কুলের সভাপতি শাসক দলের এক গোষ্ঠীর। অন্য গোষ্ঠীর মদতে ইদানিং তাকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে মতবিরোধ। আর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে স্কুলের জায়গাকে কেন্দ্র করে থানায় ভাঙচুর। তৃণমূল নেতারা অবশ্য এর মধ্যেও সিপিএম দলের গন্ধ খুঁজছেন। বেছে বেছে সিপিএমের বাড়ি আক্রমণ করা হচ্ছে। নেতাদের আটক করা হচ্ছে। অথচ সিপিআই(এম) দলের কেউ জড়িত নয়।

গোটা আউসগ্রাম এখন শুনশান। পুরুষরা পুলিশের ভয়ে গ্রামছাড়া। আতঙ্কে গোটা থানা।

জিনিসগুলি মানুষের মন কাড়ছে

—প্রথম পাতার পর

বিক্রি হচ্ছে ভালোই। মহিলা বিক্রেতাদের হাত চলছে উলের পোষাক তৈরিতে। কৃষ্ণনগর থেকে আশা শিল্পীদের মাটি এবং ফাইবারের জিনিসগুলি মন কেড়ে নেয়।

মালদার গাজলের মনোরঞ্জন মণ্ডল এসেছে বাঁশের কাজ নিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করছেন ওখানে বসেই। কুশমান্ডির মন্টু বৈদ্য আসামের বাঁশ নিয়ে এসেছেন। বাঁশের গোড়া অন্তত ৬/৭ ইঞ্চি ডায়মেটারের।

শিলিগুড়ির অলোক ঘোষ এসেছেন কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে। কলকাতা থেকে কাপড় নিয়ে পেইন্ট করে ব্যাগ বানাচ্ছেন। বাঁকুড়ায় তৈরি হয় বিখ্যাত লণ্ঠন। মদনমোহন মন্দিরের কাছে সুধীর মান্নার বাড়ি। তিনি নিজেই তৈরি করেন এই লণ্ঠন।

শাঁখের দোকান নিয়ে এসেছেন বেশ কয়েকজন। মাদ্রাজ থেকে কাঁচামাল এনে তৈরি নিপুণ দক্ষতায় হাতের শাঁখা, একটি দেখালেন দাম নয় হাজার টাকা। শিবানী লায়েক, প্রশান্ত নন্দী, বিশ্বজিৎ কুণ্ডুরা এসেছেন শঙ্খের পসরা নিয়ে।

মাটির জিনিষের প্রচুর সম্ভার নিয়ে এসেছেন দয়াল পাল, সুশীল পালেরা। শিলিগুড়ি মাটিগাড়ায় এদের বাসস্থান এবং কর্মশালা। পাশেই নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি। কৃষ্ণসায়র মেলা থেকে এরা বর্ধমানে আসছেন।

বর্ধমানের মারুফা আনোয়ার এবং আনোয়ারা বেগমরা এসেছেন জুয়েলারি নিয়ে। বিভিন্ন ধরনের পুঁতি এবং ডোকরা কাজ মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি করেছেন দৃষ্টিনন্দন গহনা। মহতাবুর রহমান কাপড়ে পেইন্টিং করে তৈরি করেন পোষাক। তেজগঞ্জের সুবীর সেন, কালনাগেটের সান্ত্বনা সামন্ত বিপণনের পসরা সাজিয়ে বসেছেন।

মেদিনীপুর থেকে এসেছেন মাদুরের নানাবিধ পণ্য নিয়ে অশোক প্রধান জানালেন আমরা এগারো জন এসেছি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।

নদীর নামে তৈরি হয়েছে স্টলগুলি। অজয়, মাতলা, বালাসন, কালজানি, কুলিক, ইচ্ছামতী হলদী, ভাগিরথী ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতি স্টলেই অনেক শিল্পী বসেছেন পণ্যসামগ্রী নিয়ে। চটের চটিজুতো থেকে কাঠের চেয়ার, টুল ইত্যাদি এবং বেতের বসার চেয়ারগুলি অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাবারের বেশ কটি স্টল আছে। ঢেঁকিতে চালগুড়ো করে পিঠে তৈরি হচ্ছে। দামের জন্য সব পিঠে সয়না হয়তবা। বৈচিত্র্যে ভরপুর মেলা।

প্রতিদিন পঁচাত্তর টাকা করে জলপানি পাচ্ছেন শিল্পীরা। যাতায়াত ভাড়াও পাচ্ছেন। পাচ্ছেন মানে নগদে নয়। মেলা শেষে বিল হবে— সরকারি নিয়মমতো বেশ ক'মাস লাগবে টাকা পেতে। মাঠের পাশেই রান্না করে খাবার ব্যবস্থা। শোওয়া স্টলে এবং মঞ্চে। জলপাইগুড়ির মাসকলাইবাড়ির রণজিৎ দাস জানালেন বেতের ফার্ণিচার এবার অনেকেই চাইছেন তবে বড়ো ঘর চাই। কবি লিখেছিলেন 'অর্ধেক আকাশ তুমি নারী' এখানে এই মেলাতেও ক্রেতা-বিক্রেতা নারীদেরই আধিক্য চোখে পড়ল।

সেচের জলের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ জানুয়ারি, পূর্বস্থলী : সেচের জলের দাবিতে উখরা-যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ডেপুটেশন দিলেন নওপাড়া গ্রামের চাষিরা। সেচের অভাবে ওই গ্রামের দুশো বিঘে জমিতে চাষ হচ্ছে না। চারটি মিনি ডিপটিউবওয়েল দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ, জলের অভাবে চাষা মার খাচ্ছে। বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। সেচ থাকলে বিঘা প্রতি ১৫০ টাকা জলকর দিতে হয়। সমিতি দপ্তরে সভাপতি সম্পাদক ও ম্যানেজার-এর হাতে আনন্দ মণ্ডল ও ভক্ত দাসের নেতৃত্বে ১০ জন চাষির এক প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেয়। চাষিদের অভিযোগ দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; ২। ১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি বিমান দুর্ঘটনায়, ফ্রান্সের আল্পস পর্বতমালার মাউন্ট মঁ ব্লাঁ পর্বতে; ৩। ১৯৮০ সালের ২৪ জানুয়ারি; ৪। ১৯৯১ সালের ২৪ জানুয়ারি, জন্ম ২৪.৩.১৯১৩; ৫। বিজ্ঞানী শিগা কিয়োশির, ১৯৫৭ সালের ২৫ জানুয়ারি, জাপানের টোকিওতে, জন্ম ৭.২.১৮৭১; ৬। ২৫ জানুয়ারি, ২০১০ সাল থেকে; ৭। বিজ্ঞানী ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার, ১৮২৩ সালের ২৬ জানুয়ারি; ৮। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, ভারতের ৩৪তম ও শেষ গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ; ৯। ১৯৯১ সালের ২৭ জানুয়ারি; ১০। ডাক্তার নীহারকুমার মুন্সী, জন্ম ১৯০৩ সালের ২৮ জানুয়ারি; ১১। রাশিয়ার ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা ১৯৭৩ সালের ২৮ জানুয়ারি; ১২। ভেনেজুয়েলার জুলিয়া প্রদেশে, ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি।

ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব কর্মশালা

—প্রথম পাতার পর

খেয়ালী পত্রিকার সম্পাদক ও গবেষক গীরিন্দ্রশেখর চক্রবর্তীকে স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়। আলোচনা সভায় বিজন মণ্ডল, হিমাদ্রিশংকর দে, সন্তোষকুমার হাজরা, রাখহরি শী, ঝর্ণা বর্মন, যুগল মুখোপাধ্যায়, রতনলাল দত্ত, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, সুমন বাগ, হৈমবতী পাল প্রমুখ আলোচনা করেন। প্রায় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অজয় ঘোষ।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ জানুয়ারি, পূর্বস্থলী : ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল সিপিআই(এম) কর্মী সুব্রত মণ্ডল (৩৭)। ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আজিমগঞ্জ লোকালে তাঁর ভায়রাভাইকে ট্রেনে তুলে দিতে আসছিলেন। লাইন পারাপার করতে গিয়ে মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়েন। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় পূর্বস্থলী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন রাতে চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি দলের দোগাছিয়া শাখার সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মানুষজন ছুটে যান। দলের জোনাল সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপ সাহা, রাজেন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তাঁর মৃত্যু সংবাদে তাঁর গ্রাম লক্ষ্মণপুরে শোকের ছায়া নেমে আসে। ময়না তদন্তের পর তার মরদেহ নিয়ে এলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান দলের নেত্রী অঞ্জু কর, সুব্রত ভাওয়াল, জাফর মণ্ডল, সুশান্ত মণ্ডল প্রমুখ। বিশাল শোক মিছিলের পর নবদ্বীপে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

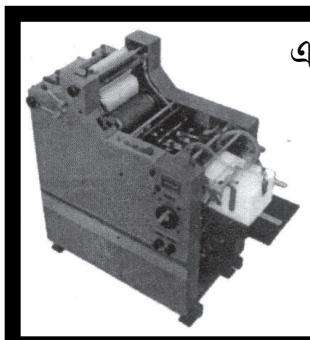

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

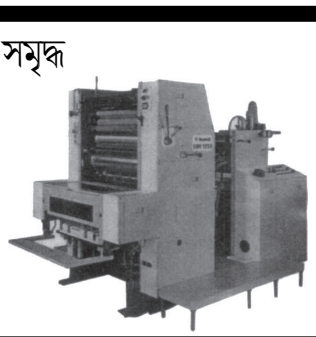

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা